ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ, ওয়াসা ভবন
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/১৪৬২ তারিখঃ ১৩/১২/২০২২

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক সমকাল"
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদলিপি।**

১২ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক সমকাল"** পত্রিকার শেষের পাতায় **"অনিয়ম- দুর্নীতিতে ডুবেছে ওয়াসার তিন মেগা প্রকল্প"**- শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রতিবেদন বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

শিরোনাম সহ প্রকাশিত সংবাদটি ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তিনটি প্রকল্প যথা- পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার প্রকল্প, তেঁতুলঝরা-ভাকুর্তা ওয়েলফিল্ড প্রকল্প এবং দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্পের নাম উল্লেখ করে জনবান্ধব এসব প্রকল্পগুলো মাঠে মারা যাবার বক্তব্যটি প্রতিবেদকের মনগড়া এবং হাস্যকর। এছাড়া দুটি প্রকল্প নাকি কখনোই পুরোপুরি চালু হবে না-প্রতিবেদকের এ তথ্যও অসত্য ও বাস্তবতা বিবর্জিত। উল্লেখ্য, প্রকল্পগুলোর অধীনে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ যথারীতি চালু রয়েছে।

পদ্মা (যশলদিয়া) পানি সরবরাহ প্রকল্পে ৩৩ কিঃমিঃ পাইপলাইন অত্যন্ত নিম্নমানের- এ জাতীয় দাবী প্রতিবেদক কিসের ভিত্তিতে করছেন তা বোধগম্য নয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির সমূদয় কার্যক্রম আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিবিড় তদারকিতে সম্পাদিত হয়েছে এবং আলোচ্য পাইপলাইনের মালামালসহ সমূদয় যন্ত্রপাতির গুনাগুন উক্ত পরামর্শক এবং Bureau Varitas কর্তৃক প্রদত্ত সন্তোষজনক সনদের ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে, প্রকল্পটিতে নিম্নমানের পাইপ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রতিবেদকের মনগড়া যা ঢাকা ওয়াসা ও সরকারের অর্জনকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস বলে প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে, এ প্রকল্পের পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করার জন্য একই সময়ে পৃথক একটি প্রকল্প নেয়া হয়। কিন্তু অর্থায়নের অভাবে এর বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। তবে এটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান আছে। এটি বাস্তবায়িত হলে শতভাগ পানি এ প্রকল্প থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। আর বর্তমানে এ প্রকল্প থেকে দৈনিক কম-বেশী ৩০ কোটি লিটারের অধিক পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

তেঁতুলঝরা ওয়েলফিল্ড প্রকল্পের ২৮ টি গভীর নলকূপ অকেজো - প্রতিবেদকের এ তথ্যও একেবারেই সঠিক নয়। প্রকল্পের সবগুলি নলকূপই কার্যক্ষম আছে এবং প্রকল্পের ডিজাইন মোতাবেক প্রতিদিন প্রায় ১৫ কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানি উৎপাদিত হচ্ছে এবং সমগ্র মিরপুর এলাকার চাহিদা পূরনে সরবরাহ করা হচ্ছে।

দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্পের ক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে- এখানে প্রকল্প কাজ ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের প্রস্তাবমতে বর্তমানে হাতিরঝিল ক্যাচমেন্টের আওতায় মগবাজার, বাংলামটর, রমনা, মহানগর হাউজিং, মধুবাগ, কলাবাগান, পূর্ব ধানমন্ডি, তেজগাঁও, গুলশান, বনানী, নিকেতন, পূর্ব ও পশ্চিম রাজাবাজার, ইত্যাদি এলাকার দৈনিক প্রায় ৫০ কোটি লিটার পয়ঃ বর্জ্য পরিশোধন করা হচ্ছে।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আরপিডি) কে উদ্ধৃত করে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তাও সঠিক নয় বলে তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি সম্প্রতি ঢাকা ওয়াসাতে যোগদান করেছেন। প্রকল্পগুলি সমাপ্ত হয়েছে তিনি যোগদানের অনেক আগেই। এ বিষয়ে তিনি কিছুই অবগত নহেন বলে উল্লেখ করেন।

এছাড়া ঢাকা ওয়াসার ছোট ও মাঝারি পর্যায়ের অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নেও ব্যর্থতার ছাপ রয়েছে বলে প্রতিবেদক দাবী করেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোনো তথ্য-উপাত্ত দেননি। ফলে এতে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিবেদক ঢাকা

ওয়াসার বর্তমান কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে এহেন ঢালাও অভিযোগের ডালি সাজিয়েছেন, যা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিপন্থী।

প্রতিবেদকের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ওয়াসার বর্তমান প্রশাসন দুর্নীতির বিরুদ্ধে **"জিরো টলারেন্স"** অবস্থান নিয়েছে। দুর্নীতির দায়ে একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ চাকুরি থেকে বরখাস্তসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। সে উদ্যোগ এখনো চলমান রয়েছে এবং স্বচ্ছতার সাথে সকল কার্যক্রম চলমান আছে। এ বিষয়ে যে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে/হবে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক সমকাল"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

১৩/১২/২০২২

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।